দলিত দর্পণ-২

প্রকাশকাল: মার্চ, ২০২২

সম্পাদকীয়ঃ

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষায় দাতা সংস্থা UNDP এর আর্থিক সহযোগিতায় দলিত ও তার ১২ টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (Enhancing Instituitional Capacity to Explore Dalit & Excluded Rights)' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে খুলনা জেলার দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া এবং পাইকগাছা উপজেলায়। দলিত'দের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১২ টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় কোয়ালিশন ফর দলিত রাইটস্ (CfDR) জোট। এই জোটের নেতৃত্বে ছিল দলিত সংস্থা। জোটভুক্ত সংস্থাসমূহের কর্মএলাকা নিম্নরুপ:

ক্রমিক	সংস্থার নাম	কর্মএলাকা/ উপজেলা
১	দলিত	দিঘলিয়া
২	ধ্রুব	ডুমুরিয়া
৩	প্রতিভা সংস্থা	ডুমুরিয়া
৪	মুক্তি	ডুমুরিয়া
৫	রোজ নারী উন্নয়ন সংস্থা	ডুমুরিয়া
৬	সাউথ বাংলা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	ডুমুরিয়া
৭	স্বপ্নপূরণ ইয়ুথ ক্লাব	ডুমুরিয়া
৮	একতা	ডুমুরিয়া
৯	আলো	ডুমুরিয়া
১০	পল্লী দলিত সংস্থা	পাইকগাছা
১১	আর কে যুব উন্নয়ন সংঘ	পাইকগাছা
১২	জিপিএইচ ইয়ুথ ক্লাব	পাইকগাছা

উল্লেখিত উপজেলাগুলির মোট ২,৪০০ জন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা সহ সার্বিক মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করছে এই প্রকল্প। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে অত্র এলাকার দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কিত নিউজলেটারটি প্রকাশ করা হলো। নিউজলেটারটি প্রকাশে দলিত সংস্থার সকল কর্মী, স্টেকহোল্ডার এবং দলিত জনগোষ্ঠীর মতামত প্রদানের জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

এক নজরে প্রকল্পের কার্যক্রম

◆ দলিত সম্প্রদায়ের যুব নেতাদের সোশ্যাল অ্যাডভোকেট হিসেবে গড়ে তোলা বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে দলিতদের অধিকার আদায়ের জন্য দলিত সম্প্রদায়ের ১৩৮ জন যুব নেতাদেরকে নেতৃত্বের বিকাশ, অ্যাডভোকেসী ও মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সোশ্যাল অ্যাডভোকেট হিসেবে গড়ে তোলা হয়। যারা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

◆ কোয়ালিশন ফর দলিত রাইটস্ (CfDR) জোটের সদস্যবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

দলিতদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কোয়ালিশন ফর দলিত রাইটস্ (CfDR) জোটের ৫২ জন নেতৃবৃন্দকে নেতৃত্ব, অ্যাডভোকেসী, জেন্ডার ও মানবাধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

◆ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাইকিংঃ

প্রকল্পের উদ্যোগে এর কর্মএলাকার মোট ১৩,০০০ নারী-পুরুষকে মাইকিং এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এছাড়াও ২৪৭ জন ধর্মীয় নেতাকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হয় যাতে তারা তাদের ধর্মীয় আলোচনার সময় মানুষকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করতে পারে।

◆ ১৬ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ পক্ষ উদযাপনঃ

"কমলা রং এর বিশ্ব গড়ি, নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করি এখনই" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ দিন ব্যাপী কার্যক্রমের মধ্যে সাইকেল র‍্যালী, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ পক্ষ, ২০২১।

◆ আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য বিলোপ দিবস উদযাপনঃ

দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈষম্য বিলোপ আইন পাশ করা সহ মানবতার ১০ দফা দাবীতে র‍্যালী, আলোচনা সভা, পথনাটক সহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হয় আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য বিলোপ দিবস, ২০২২।

◆ স্টেকহোল্ডারদের সাথে অ্যাডভোকেসী সভাঃ

দলিতদের জীবনমান উন্নয়ন ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধাতে দলিতদের অন্তর্ভুক্তির জন্য দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা করা হয়েছে।

◆ শিক্ষা সামগ্রী প্রদানঃ

শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ৩০০ জন দলিত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

◆ সেলাই মেশিন প্রদানঃ

দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা উপজেলার ২০ জন নারীকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

কোয়ালিশন ফর দলিত রাইটস্ (CfDR) জোটের সদস্যবৃন্দ

সেলাই মেশিন বিতরণ

দলিত সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি

আর্থিক অনটনের জেরে ডুমুরিয়ার সন্তান কুয়েট শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

অভাবের তাড়নায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র অন্তু রায় (২১) আত্মহত্যা করেছে। গত ০৪/০৪/২০২২ তারিখ সকালে ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়নের নিজ বাড়ী থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দরিদ্র পরিবারের সন্তান অন্তু'র পরিবারে প্রচন্ড আর্থিক অনটন ছিল। পাশাপাশি কুয়েট এর ড. এম এ রশিদ হলেও তার প্রায় ১৮,০০০ টাকা বকেয়া হয়ে গিয়েছিল। অন্তু তার পরিবারের কাছে টাকা চাইলে তার মা তাকে তিন হাজার টাকা দেয়, কিন্তু বাকী বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে না পারায় উক্ত তারিখে অন্তু নিজ ঘরে আত্মহত্যা করে। ৪ এপ্রিল সকালে তার বাবা দেবব্রত রায় ও তার মা মাঠে কাজ করতে চলে যায়। তার ছোট বোন বেলা ১১টার দিকে প্রাইভেট পড়া থেকে এসে ঘরের মধ্যে অন্তুর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন ছিল সে। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে এবং সে আত্ম-হননের পথ বেছে নেয়।

মনিরামপুরে ধর্ষণ চেষ্টার বিচার না পেয়ে দলিত গৃহবধূর আত্মহত্যা

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ঋষিপাড়ার ৩৭ বছর বয়সী এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন স্থানীয় মিজানুর রহমান ওরফে মির্জা ফকির নামে ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। গৃহবধূর স্বামী জানান, ঘটনার দিন রাতে তার স্ত্রী একাই বাড়ীতে ছিলেন। এই সুযোগে মির্জা ফকির বাড়ীতে ঢুকে তার স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে তিনি বাড়ীতে এলে তার স্ত্রী তাকে সব খুলে বলে। সব শুনে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে মামলা করতে থানায় যেতে চাইলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদেরকে মামলা করতে বাঁধা দেয় এবং স্থানীয়ভাবে সালিশে বসে। সালিশে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বলে মামলা না করে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মিমাংসা করতে এবং বৈঠকে উপস্থিত অনেকে ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও তার স্বামীকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি দেয়। সালিশে বিচার না পেয়ে ভুক্তভোগী গৃহবধূ ঘটনার দুই দিন পর বিষপানে আত্মহত্যা করে।

দলিত শিশুর প্রতি অমানবিক অত্যাচার

বরাতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে ২য় শ্রেণীর শিশুর উপর করা হল অমানবিক অত্যাচার। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ৫নং আটলিয়া ইউনিয়নের বরাতিয়া ঋষি পাড়ার মেয়ে কথা দাস, পিতা- সুদেব দাস, মাতা- আলো দাস। কথা দাস বরাতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। গত ০৮/১১/২০২১ তারিখ সকালে কথা দাস যখন স্কুলে পৌঁছায় তখনও তার ক্লাশ শুরু হয়নি। এমতাবস্থায় স্কুলের সহকারি শিক্ষক মোঃ ডালিম ও তার সহযোগি শিক্ষিকা স্কুলের সিড়ি ঘরে কথা দাসকে একা পেয়ে তার শরীরে বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে। কথা দাসকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, প্রত্যেককে টীকা দেয়া হবে। কিন্তু যে দিন টীকা দেয়া হল সেই দিন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেটা জানত না। কথা স্কুল থেকে বাড়ি গিয়ে তার মা'কে সবকিছু জানিয়েছে, কিন্তু শিক্ষকদের উপর অগাধ বিশ্বাস থাকার কারণে তার মা বিষয়টির খারাপ দিক বুঝতে পারেনি। অন্যদিকে যত সময় পার হয় ততই মেয়ের শরীর খারাপ হতে থাকে। তার শরীরে জ্বরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরদিন সকালে কথা দাসের অবস্থা যখন খুবই খারাপ তখন আর কোন উপায় না পেয়ে কথা দাসের মা স্কুলের সহকারি শিক্ষিকা রাহেলা'র কাছে ফোন করেন। কিন্তু উত্তর আসে স্কুল থেকে কোন টীকা দেয়া হয়নি। এই কথা শোনার পরই তিনি কথা দাস কে নিয়ে স্কুলে চলে আসেন। কথা দাস ছোট হলেও যে শিক্ষক তাকে ইনজেকশন দিয়েছিল তাকে সে চিনতে পারে এবং তাকে দেখে সবার সামনে সরাসরি বলে, স্যার কাল আপনি আমাকে টীকা দিয়েছেন। আর যিনি শিক্ষিকা ছিলেন তিনি বোরকা পড়া ছিলেন, এজন্য কথা দাস তাকে সনাক্ত করতে পারেনি। ধীরে ধীরে কথার শারিরীক অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে এবং তাকে কেশবপুর শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর অবস্থা বেগতিক দেখে ভোর ৪টা'র দিকে তাকে কেশবপুর থেকে খুলনা শিশু হাসপাতালে নিয়ে আস হয়। ভুক্তভোগী পরিবারটি স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে বিষয়টিকে তারা গুরুত্ব না দিয়ে অভিযোগ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। স্কুলের শিক্ষকরাও বিষয়টি মিথা বলে দাবী করে। পরবর্তীতে ১ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে স্কুলে নতুন বই বিতরণের দিন শিশুটিকে নতুন বই না দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। বর্তমানে কথা দাস তার বাড়ীর নিকটস্থ পাড়ার একটি স্কুলে পড়ছে।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

✷ ১২ টি সংগঠন/ সংস্থার সমন্বয়ে কোয়ালিশন ফর দলিত রাইটস্ (CfDR) জোট গঠন করা হয়েছে।

✷ প্রকল্পের উদ্যোগে ১,০৫৬ জন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারি বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীতে (বয়স্ক ভাতা, শিক্ষা ভাতা, দলিত ভাতা, বিধবা/ স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা, দুগ্ধদানকারী মাতৃ ভাতা ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

✷ প্রকল্পের ৩৭ জন উপকারভোগী নারী-পুরুষ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন কমিটি/ ফোরামে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

✷ প্রকল্পের ৪ জন উপকারভোগী ইউনিয়ন পরিষদে সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছে।

✷ ১৫৯ জন নারী-পুরুষ বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

✷ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহনের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কর্মএলাকার যুবক-যুবতীদের উদ্যোগে ২৪টি রেজিস্ট্রেশন বুথ স্থাপন ও সপ্তাহব্যাপী ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ১,০২৭ জন দলিত সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষকে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে এবং বয়োজৈষ্ঠ্যদের নিকটস্থ কেন্দ্রে নিয়ে ভ্যাকসিন গ্রহনে সহায়তা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ১০০% মানুষই ভ্যাকসিন গ্রহন করেছিল।

✷ আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিবস (৫ই ডিসেম্বর), ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে দলিত কিশোরী লিমা দাসকে একদিনের জন্য উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত দিনে সে দিঘলিয়া উপজেলা অফিস থেকে দায়িত্ব পালন করেছিল এবং উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত সভায় যোগদান করেছিল।

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবতার ১০ দফা দাবি ঃ

- দলিত সমাজের মানবাধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারকে বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে; এবং পাবলিক ও প্রাইভেট ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার চর্চা'কে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।
- উন্নয়নের ধারায় দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য একটি জাতীয় উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
- জাতীয় সংসদসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জাতীয় দলিত কমিশন গঠন করতে হবে।
- আদমশুমারী বা জাতীয় জরিপে আলাদাভাবে দলিত জনগোষ্ঠীকে গণনা করতে হবে।
- সরকারী সেফটি-নেট কর্মসূচী (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিএফ কার্ড, দূর্যোগকালীন ত্রাণ ইত্যাদি)-তে দলিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- চাকুরি ক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) অনুযায়ী দলিতদের জন্য কোটা বরাদ্দ করতে হবে এবং শিক্ষার মানউন্নয়নে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় হরিজন জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরি নীতিমালা যুগোপযোগী করা সহ সকল প্রতিষ্ঠানে চাকুরি স্থায়ী করতে হবে এবং ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুসারে ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে মোট নিয়োগের ৮০% হরিজন জনগোষ্ঠীর কোটার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সরকারের গৃহায়ন কর্মসূচী (যেমন গুচ্ছগ্রাম, আদর্শগ্রাম ও আশ্রায়ন)-তে দলিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে হবে। বর্তমানে বসবাসরত জায়গায় স্বল্প মূল্যে গৃহ নির্মাণ করে দলিত/ হরিজনদেরকে স্থায়ী বরাদ্দ দিতে হবে।

প্রকাশনায়: 'দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি' প্রকল্প, মহেশ্বরপাশা, খুলনা

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Sweden Sverige
UNDP